**বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার-১৪১৮ অনুষ্ঠান**

 ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

ঢাকা, সোমবার, ০৬ কার্তিক ১৪২০, ২১ অক্টোবর ২০১৩

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪১৮ বিজয়ীগণ,

উপস্থিত সুধিবৃন্দ।

আসসালামু আলাইকুম।

‘‘বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার'' বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। অভিনন্দন জানাচ্ছি বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার-১৪১৮ বিজয়ীদের প্রতি।

বাংলাদেশের অর্থনীতি কৃষিখাতের উন্নয়নের উপর নির্ভরশীল। কৃষির অগ্রগতির সাথে বাংলাদেশের বিপুল জনগোষ্ঠির খাদ্য নিরাপত্তা, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ও কর্মসংস্থান প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত।

এজন্য স্বাধীনতার পরপরই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে সবুজ বিপ্লবের ডাক দেন।

কৃষকদের উৎসাহিত করার জন্য তিনি ১৯৭৩ সালে জাতীয় পর্যায়ে কৃষি উন্নয়নে রাষ্ট্রপতির পুরস্কার তহবিল প্রতিষ্ঠা করেন।

কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার পর ‘‘বঙ্গবন্ধু পুরস্কার তহবিল'' থেকে বঙ্গবন্ধুর নাম বাদ দেওয়া হয়। কৃষি পুরস্কার প্রদানের কার্যক্রমও অনিয়মিত হয়ে পড়ে।

১৯৯৬ সালে ২১ বছর পর রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে এসে আমরা ১৯৯৭ সালে পুনরায় ‘‘বঙ্গবন্ধু পুরস্কার তহবিল'' পুনর্গঠন করি। কৃষি ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এ পুরস্কার প্রদানের কার্যক্রম পুনরায় শুরু করি।

২০০১ সালে বিএনপি-জামাত জোট সরকার ক্ষমতায় এসে আবারও এ পুরস্কার থেকে বঙ্গবন্ধুর নাম বাদ দেয়। ২০০৯ সালের জুলাই মাসে আমরা ‘‘বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার'' তহবিল পুনর্গঠন করি।

কৃষিখাতের উন্নয়নে উৎসাহিত করার জন্য এ পুরস্কার দেওয়া হয়ে থাকে। আমরা আশা করি পুরস্কারপ্রাপ্তদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে আরও অনেকেই কৃষির উন্নয়নে এগিয়ে আসবেন।

সুধিমন্ডলী,

১৯৯৬ সালে আমরা যখন সরকার গঠন করি, তখন দেশে ৪০ লাখ মেট্রিক টন খাদ্য ঘাটতি ছিল।  ৫ বছরে আমরা বাংলাদেশকে ২৬ লাখ মেট্রিক টন খাদ্য-উদ্বৃত্ত দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করি। এই অর্জনের জন্য জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা-এফএও আমাদের মর্যদাপূর্ণ ‘সেরেস' পদকে ভূষিত করে।

কিন্তু ২০০১ সালে বিএনপি-জামাত জোট সরকার ক্ষমতায় এসে আবার দেশকে খাদ্য ঘাটতির দেশে পরিণত করে।

এবার আমরা সরকার পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে কৃষিখাতের উন্নয়নে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করি। মন্ত্রীসভার প্রথম বৈঠকেই নন-ইউরিয়া সারের দাম কমিয়ে কৃষকের নাগালের মধ্যে নিয়ে আসা হয়। পরবর্তীকালে আরও দু-দফায় কৃষি উপকরণের দাম কমানো হয়। বর্তমানে টিএসপি ২২ টাকায়, এমওপি ১৫ টাকা এবং ডিএপি ২৭ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

রাসায়নিক সার, সেচ, জ্বালানি তেল এবং কৃষি যন্ত্রপাতি সহজলভ্য করার জন্য আমরা কৃষিতে বিপুল ভর্তুকির ব্যবস্থা করি। বিগত সাড়ে ৪ বছরে প্রায় ২৪ হাজার কোটি টাকা ভর্তুকি প্রদান করা হয়েছে। প্রায় ৪৬ হাজার কোটি টাকা কৃষি ঋণ বিতরণ করা হয়। বর্গাচাষীদের মধ্যে নামমাত্র সুদে কৃষি ঋণ বিতরণ করা হচ্ছে।

আমরা মাত্র ১০ টাকায় কৃষকদের জন্য ব্যাংক একাউন্ট খোলার ব্যবস্থা করেছি। কৃষকদের মাঝে কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড বিতরণ করা হয়েছে। কৃষি গবেষণার মাধ্যমে কৃষির নতুন নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টিতে উৎসাহ প্রদানের জন্য আমরা কৃষিবিজ্ঞানীদের জন্য আর্থিক প্রণোদনার ব্যবস্থা করেছি।

এসব কর্মসূচির ফলে কৃষি উৎপাদন যথেষ্ঠ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের উৎপাদন ছিল ৩৩৩ লক্ষ মেট্রিক টন। ২০১২-১৩ অর্থবছরে তা প্রায় ৩৭৩ লাখ মেট্রিক টনে উন্নীত হয়েছে। আমরা দানা জাতীয় খাদ্যশস্য, আলু এবং শাক-সব্জিতে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছি।

ডাল, তেল, মশলা ও ফল উৎপাদনে আমাদের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। অন্যদিকে ডিম, দুধ ও মাংস উৎপাদনের ক্ষেত্রেও আমরা অনেক দূর এগিয়েছি।

কৃষক যাতে তাঁদের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্যমূল্য পায়, সেজন্য দেশের উত্তরাঞ্চলের ১৬টি জেলায় ১৫টি পাইকারি বাজার এবং ৬০টি গ্রোয়ার্স মার্কেটসহ গাবতলীতে একটি কেন্দ্রীয় বাজার স্থাপন করা হয়েছে।

প্রায় ৬ লাখ মৎস্যজীবী পরিবারকে ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় আনা হয়েছে। মাছের উৎপাদন ২৬ লাখ মেট্রিক টন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩২ লাখ মেট্রিক টনে উন্নীত হয়েছে। সমুদ্র বিজয়ের ফলে আমাদের মাছ উৎপাদনের সম্ভাবনা বিপুলভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

মাংসের উৎপাদন ২০ লাখ মেট্রিক টন থেকে ২৭ লাখ টনে উন্নীত। দুধ উৎপাদন ২২ লাখ মেট্রিক টন থেকে ৩৩ লাখ টনে এবং ডিম উৎপাদন ৪৭০ কোটি থেকে ৬০০ কোটিতে উন্নীত হয়েছে।

আওয়ামী লীগ যখনই সরকার পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছে তখনই কৃষক এবং কৃষির কল্যাণে কাজ করেছে। আমরা কৃষি গবেষণা ও শিক্ষার উপর জোর দিয়েছি। আমাদের গবেষকগণ লবণাক্ততা ও খরা সহিষ্ণু ধানের জাত উদ্ভাবন করেছেন। চরে ভূট্টা ও সব্জী চাষ, পাহাড়ে ফলচাষ, জলাভূমিতে ভাসমান সব্জীচাষ কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। ভবিষ্যতে আমরা এসব উদ্যোগ থেকে অনেক বেশি লাভবান হব।

পাটের জীবন রহস্য উদ্‌ঘাটন আমাদের কৃষি প্রযুক্তির ইতিহাসে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। এর সুদূরপ্রসারি ফলাফল আমাদের পাটশিল্পের সম্ভাবনাকে নতুন মাত্রায় উন্নীত করেছে। জাতি হিসেবে আমরা সম্মানিত হয়েছি।

আমরা জাতীয় কৃষি নীতি চূড়ান্ত করেছি।

সমবেত সুধিবৃন্দ,

বিশ্বমন্দা সত্ত্বেও আমরা বিগত ৪ বছর ধরে শতকরা ৬ ভাগের উপর প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি।

শুধু কৃষিক্ষেত্রে নয়, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ, নারী উন্নয়ন, যোগাযোগ, দেশে এবং বিদেশে কর্মসংস্থান, নাগরিক সুবিধা বৃদ্ধি, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন, জঙ্গীবাদ দমন, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়াসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাদের সরকার দৃষ্টান্তমূলক উন্নয়ন সাধন করেছে।

২০০৫ সালে দেশের ৪০ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করত। এখন তা ২৬ শতাংশে নেমে এসেছে। ৫ কোটি দরিদ্র মানুষ মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে উন্নীত হয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য আমরা সাউথ-সাউথ পুরস্কারে ভূষিত হয়েছি।

মাথাপিছু আয় ২০০৮ সালে ছিল ৬৩০ ডলার। এখন তা বেড়ে ১০৪৪ ডলারে উন্নীত হয়েছে। তখন রিজার্ভ ৩ বিলিয়ন ডলারও ছিল না। আর এখন রিজার্ভ ১৬ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে।

আমরা বিগত সাড়ে ৪ বছরে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ৯ হাজার ৭১৩ মেগাওয়াটে উন্নীত করেছি। যা আমাদের দায়িত্ব গ্রহণের সময়ের চেয়ে দ্বিগুণেরও বেশি। ২০০৯ সালে আমাদের দায়িত্ব নেওয়ার সময় বিদ্যুৎ উৎপাদন ছিল মাত্র দৈনিক ৩২০০ মেগাওয়াট। আজ ৬ হাজার ৬৭৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে।

ঢাকা ও চট্টগ্রামে একাধিক ফ্লাইওভার নির্মাণ করা হয়েছে। বড় বড় সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ আজ আর স্বপ্ন নয়, এটি আজ বাস্তবতা। দেশের প্রতিটি ইউনিয়নে তথ্য ও সেবা কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। গ্রামের মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারছে।

আমরা একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে যাচ্ছি। তা হল স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে আমরা একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করতে চাই। বিশ্বের বুকে আমরা একটি মর্যাদাশীল জাতি হিসেবে মাথা উঁচু করে বাঁচতে চাই। আমরা কারও মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে চাই না। এই লক্ষ্য পূরণে আপনাদের সকলের ঐকান্তিক সমর্থন কামনা করছি।

সবাইকে আবারও ধন্যবাদ এবং পুরস্কারপ্রাপ্তদের আবারও অভিনন্দন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।